ভারতের অর্থনীতি

❑ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ❑

ভারতে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয় 1950 খ্রিস্টাব্দে। শুরুর বছরের ১লা এপ্রিল থেকে শেষ হবার বছরের ৩১শে মার্চ অর্থবর্ষ পর্যন্ত পরিকল্পনা সময়কাল।

■ প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ঃ

সময়কাল ঃ ১৯৫১– ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত।

পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ ঃ ১৯৫১ সালের ৮ ডিসেম্বর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু প্রথম পরিকল্পনা পেশ করেন। এই পরিকল্পনা কর্মসূচি রূপায়ণের মূল ভিত্তি ছিল 'হ্যারড ডোমার মডেল'। এই পরিকল্পনায় ভারতের কৃষি ও সেচ ব্যবস্থায় বিনিয়োগকে প্রধান গুরুত্ব দেওয়া হয়। মোট বাজেট ছিল ২,০৬৯ কোটি টাকা। এই পরিকল্পনায় অর্থনৈতিক উন্নয়নেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। জাতীয় আয় বৃদ্ধির (GDP growth rate) লক্ষ্যমাত্রা ছিল বার্ষিক ২.১ শতাংশ কিন্তু পরিকল্পনার শেষে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছিল বার্ষিক ৩.৬ শতাংশ। পরিকল্পনার শেষার্ধে ১৯৫৬ সালে ভারতে ৫টি ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউটস অব টেকনোলজি (IITs) চালু হয় কারিগরি প্রতিষ্ঠান হিসেবে। দেশের উচ্চ শিক্ষাব্যবস্থার দেখাশুনা করার জন্য ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্টস কমিশন (UGC) গঠিত হয়। পরিবার পরিকল্পনা (1952), সমাজ উন্নয়ন কর্মসূচি (1952) এই পরিকল্পনায় গৃহীত হয়।

■ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ঃ

সময়কাল ঃ ১৯৫৬–১৯৬১ সাল পর্যন্ত।

পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ ঃ এই পরিকল্পনায় মুলত ভারী ও মূল শিল্পে জোর দেওয়া হয় (যেমন দুর্গাপুর ও রাউরকেল্লা ও ভিলাইয়ের লৌহ-ইস্পাত কারখানা স্থাপন)। এই পরিকল্পনার মূল ভিত্তি ছিল ভারতীয় পরিসংখ্যানবিদ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের 'মহলানবীশ পরিকল্পনা'। দামোদর সেচ প্রকল্প, ভাকরা-নাঙ্গাল বাঁধ নির্মাণের সূত্রপাত হয়। ১৯৫৭ সালে অর্থনীতিবিদ ক্যালডরের সুপারিশে বাৎসরিক কর চালু হয় এবং ১৯৫৮ সালে অ্যাটোমিক এনার্জি কমিশন গঠিত হয়। এছাড়া ভূমি সংস্কার, পঞ্চায়েতী রাজ (1959), Decimal Currency (1957), খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদ গঠিত হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় জাতীয় আয়বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ছিল বার্ষিক ৪.৫ শতাংশ কিন্তু পরিকল্পনার শেষে আয়বৃদ্ধির পরিমাণ হয় বার্ষিক ৪.৩ শতাংশ।

■ তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ঃ

সময়কাল ঃ ১৯৬১ (১ এপ্রিল)–১৯৬৬ (৩১ মার্চ)।

পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ ঃ এই পরিকল্পনায় পুনারায় কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির ওপর জোর দেওয়া হয়। এই সময় ভারতীয় খাদ্য নিগম বা F.C.I. প্রতিষ্ঠা (1965), পাকিস্তান ও চিনের সাথে যুদ্ধ, শ্বেত বিপ্লব (দুগ্ধের উৎপাদন বৃদ্ধি) (1966), UTI প্রতিষ্ঠা (1964), বোকারো লৌহ ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হয়। তৃতীয় পরিকল্পনায় জাতীয় আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল বার্ষিক ৫.৬ শতাংশ হারে কিন্তু ১৯৬২ সালে ভারতে চিনা আক্রমণ, ১৯৬৫ সালে ভারত-পাক যুদ্ধের প্রভাব, বৈদেশিক মুদ্রার অভাব, অর্থনৈতিক সংকটের কারণে জাতীয় আয় বৃদ্ধি ঘটেছিল বার্ষিক ২.৮ শতাংশ হারে। এই পরিকল্পনায় দেশে হতাশাজনক পরিস্থিতি পরিলক্ষিত হয়।

1966 সালে পঞ্চবার্ষিকী ব্যবস্থা পরিত্যক্ত হয়।

পরিকল্পনা বিরতি (Plan Holiday) — 1966-1969

(১৯৬৬ সালে তৃতীয় পরিকল্পনা শেষ হওয়ার পর ১ এপ্রিল থেকে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শুরু হওয়ার কথা ছিল কিন্তু তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ার জন্য ভারতে তৎকালীন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটের কারণে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ৩ বছর পিছিয়ে দেওয়া হয়। এই সময় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পরিবর্তে তিন বছরে তিনটি বাৎসরিক পরিকল্পনা নেওয়া হয়।)

• চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ঃ

সময়কাল ঃ ১৯৬৯–১৯৭৪ সাল পর্যন্ত।

পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ ঃ এই সময় দেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। এই পরিকল্পনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল ভারতের কৃষিতে সবুজ বিপ্লব (Green Revolution), ১৪ টি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ (1969), MRTP আইন (1969) প্রতিষ্ঠা, পাকিস্তান-এর সাথে যুদ্ধ (1971)। সালেম (তামিলনাড়ু), বিজয়নগর (কর্ণাটক) ও বিশাখাপত্তনম (অন্ধ্রপ্রদেশ) লৌহ ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হয়। চতুর্থ পরিকল্পনায় জাতীয় আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল বার্ষিক ৫.৭ শতাংশ হারে কিন্তু জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার দাড়ায় বার্ষিক ৩.৮ শতাংশ। শুধু জাতীয় আয়বৃদ্ধির ক্ষেত্রেই নয়, কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রেও এই পরিকল্পনা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য পূরণে সফল হয়নি। সবুজ বিপ্লবের ফলে শুধু গম উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেলেও অন্য কোনো শস্য উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটেনি।

• পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ঃ

সময়কাল ঃ ১৯৭৪–১৯৭৮ সাল পর্যন্ত। চার বছরের পরিকল্পনা।

Rolling Plan — 1978-80 (মোরারজী দেশাই-এর জনতা সরকার-এর আমলে)।

পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ ঃ এই পরিকল্পনার উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী হল Command Area Development Programme (74-75), IRDP, 20 Point Programme, Minimum Needs Programme, গরিবী হঠাও (দারিদ্র দূরীকরণ), Regional Rural Bank (1975), মণ্ডল কমিশন গঠন (1978)। পঞ্চম পরিকল্পনায় জাতীয় আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল বার্ষিক ৪.৪ শতাংশ হারে কিন্তু জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার দাড়ায় বার্ষিক ৩.৮ শতাংশ।

• ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ঃ

সময়কাল ঃ ১৯৮০–১৯৮৫ সাল পর্যন্ত।

পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ ঃ এই পরিকল্পনায় ১৮৮২ সালের ১২ জুলাই ভারতীয় কৃষিক্ষেত্রে অর্থ সরবরাহের সমস্যার সমাধানের জন্য শিবরামন কমিটির সুপারিশে প্রতিষ্ঠিত হয় NABARD। দারিদ্রতা ও বেকারত্ব দূরীকরণের কর্মসূচি যেমন—TRYSEM, DWCRA, সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প (Integrated Rural Development Programme), জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান কর্মসূচির (National Rural Employment Programme) সূচনা হয়। ষষ্ঠ পরিকল্পনায় জাতীয় আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল বার্ষিক ৫.২ শতাংশ হারে কিন্তু জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার দাড়ায় বার্ষিক ৬.০ শতাংশ।

• সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ঃ

সময়কাল ঃ ১৯৮৫–১৯৯০ সাল পর্যন্ত।

পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ ঃ এই যোজনার মূল লক্ষ্য ছিল প্রযুক্তির আধুনিকীকরণের মাধ্যমে শিল্পের উন্নয়ন ঘটানো। বেকারত্ব সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে এই পরিকল্পনাকালে জওহর রোজগার যোজনা/নেহরু রোজগার যোজনা (1989), শহরাঞ্চলে মজুরিভিত্তিক প্রকল্প প্রভৃতি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এই সময় স্থাপিত হয় SEBI (1988)। সপ্তম পরিকল্পনায় জাতীয় আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল বার্ষিক ৫.০ শতাংশ হারে কিন্তু জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার দাড়ায় বার্ষিক ৫.৮ শতাংশ।

Plan Holiday — 1990—1992

(প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাও ও অর্থমন্ত্রী ড. মনমোহন সিংহের উদ্যোগে অর্থনীতির উদারীকরণ শুরু হয় 1991 সালের জুলাই মাসে)

• অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ঃ

সময়কাল ঃ ১৯৯২–১৯৯৭ সাল পর্যন্ত।

পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ ঃ এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, কৃষির উন্নয়ন ও উৎপাদন কাঠামোর বৈচিত্রসাধন। এই পরিকল্পনাকালে Employees' Assistant Scheme (1993), MPLADS (1993), NSE প্রতিষ্ঠা (1992), বেসরকারিকরণ, অর্থনীতির বিশ্বায়ন (1991), New Exim Policy (1992), বাছাই করা সরকারী ক্ষেত্রের শেয়ার বিক্রি শুরু (1992), প্রধানমন্ত্রী রোজগার যোজনা (1993) ইত্যাদি প্রকল্প নেওয়া হয়।

অষ্টম পরিকল্পনায় জাতীয় আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল বার্ষিক ৫.৬ শতাংশ হারে কিন্তু জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার দাড়ায় বার্ষিক ৬.৮ শতাংশ।

• নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ঃ

সময়কাল ঃ ১৯৯৭–২০০২ সাল পর্যন্ত।

পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ ঃ এই পরিকল্পনায় FEMA, New Population Policy, স্কুলে মধ্যাহ্ন আহার (1998), কারগিল যুদ্ধ (1999) ইত্যাদি ঘটনা ঘটে। এই পরিকল্পনায় অভ্যন্তরীণ উৎপাদন, সঞ্চয়, বিনিয়োগ, কৃষি, শিল্প ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই লক্ষ্যপূরণে ব্যর্থ হয়। নবম পরিকল্পনায় জাতীয় আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল বার্ষিক ৬.৫ শতাংশ হারে কিন্তু জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার দাড়ায় বার্ষিক ৫.৩ শতাংশ।

• দশম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ঃ

সময়কাল ঃ ২০০২–২০০৭ সাল পর্যন্ত।

পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ ঃ এই পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য ছিল ২০০৭ সালের মধ্যে দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী মানুষের হার 26% থেকে 21% করতে হবে, শিক্ষিতের হার 65% থেকে 75% করতে হবে, সদ্যজাত শিশু মৃত্যুর সংখ্যা 72 (1,000 জনে) থেকে কমিয়ে 2007 সালের মধ্যে 45 (1,000 জনে) করতে হবে, 2007 সালের মধ্যে মোট উদ্ভিদের জন্য নির্ধারিত জমির পরিমাণ 19% থেকে বাড়িয়ে 25% করতে হবে, এক দশকের (1991-2001) জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার 21.3% থেকে কমিয়ে পরবর্তী দশকে (2001–2011) 16.2% করতে হবে, উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করতে হবে। প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ (FDI) বৃদ্ধি করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল। 50 কোটি নতুন কর্মসংস্থান।

দশম পরিকল্পনায় জাতীয় আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল বার্ষিক ৮.০ শতাংশ হারে কিন্তু জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার দাড়ায় বার্ষিক ৭.২ শতাংশ।

❑ দশম পরিকল্পনায় GDP-এর বৃদ্ধির হার ❑

বছর	বৃদ্ধির হার (%)	বছর	বৃদ্ধির হার (%)
• 2002–2003	3·8	• 2005–2006	9·0
• 2003–2004	8·5	• 2006–2007	9·4
• 2004–2005	7·5		

*GDP–মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন। সবচেয়ে বেশি GDP সার্ভিস সেক্টরে।

• একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ঃ সময়কাল ২০০৭–২০১২ সাল পর্যন্ত।

একাদশ পরিকল্পনায় জাতীয় আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল বার্ষিক ৯.০ শতাংশ হারে কিন্তু জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার দাড়ায় বার্ষিক ৭.৯ শতাংশ।

❑ একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ('07–'12) আর্থ-সামাজিক লক্ষ্যসমূহ ❑

উপার্জন এবং দারিদ্র ঃ

- মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা GDP বৃদ্ধির হার ক্রমশ বাড়িয়ে ৮ শতাংশ থেকে ১০ শতাংশে নিয়ে যেতে হবে এবং দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই ১০ শতাংশ বৃদ্ধি হার বজায় রাখতে হবে; যাতে ২০১৬-১৭ সাল নাগাদ মাথাপিছু উপার্জন দ্বিগুণ করা যায়।
- কৃষিক্ষেত্রে GDP বৃদ্ধি হার বাড়িয়ে বার্ষিক ৮ শতাংশ নিয়ে যেতে হবে। (উন্নয়নের) সুফল যাতে আরও বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়—তা নিশ্চিত করতেই বৃদ্ধি হারকে এই পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে।
- ৭ কোটি নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।
- শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ৫ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনতে হবে।
- অদক্ষ কর্মীদের প্রকৃত মজুরি হার ২০ শতাংশ বাড়াতে হবে।
- দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা ১০ শতাংশ পয়েন্ট কমিয়ে আনতে হবে।
- অন্তর্দেশীয় উৎপাদনে গড় বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ৯ শতাংশ করতে হবে।

শিক্ষা ঃ

- একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ের স্কুলগুলি থেকে স্কুলছুটের হার ২০০৩-০৪ সালের ৫২.২ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২০১১-১২ সালের মধ্যে ২০ শতাংশে নিয়ে যেতে হবে।
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ন্যূনতম শিক্ষার মান সুনিশ্চিত করা এবং নিয়মিত মূল্যায়ণ ও নজরদারির মাধ্যমে শিক্ষার মান বজায় রাখার প্রচেষ্টা।
- সাত বা তার বেশি বয়সের শিশুদের ক্ষেত্রে সাক্ষরতার হার বাড়িয়ে ৮৫ শতাংশে নিয়ে যেতে হবে।
- সাক্ষরতার ক্ষেত্রে 'জেন্ডার গ্যাপ' ১০ শতাংশ পয়েন্টে নামিয়ে আনতে হবে।
- একাদশ পরিকল্পনার শেষে উচ্চশিক্ষা পাঠ নিতে যাচ্ছে এরকম ছাত্রের সংখ্যা দেশের মোট ছাত্র সংখ্যার ১০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১৫ শতাংশ করা।

স্বাস্থ্য ঃ

- প্রতি হাজার শিশুর জন্মপিছু শিশুমৃত্যু হার (IMR) কমিয়ে ২৮-এ এবং প্রসূতি মৃত্যুহার কমিয়ে ১-এ নিয়ে যেতে হবে।
- মোট উর্বরতার হার কমিয়ে ২.১-এ নিয়ে যেতে হবে।
- ২০০৯ সাল নাগাদ দেশের সব নাগরিকের জন্য বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে।
- সদ্যজাত থেকে তিন বছর বয়স পর্যন্ত যত সংখ্যক শিশু বর্তমানে অপুষ্টিতে ভূগছে, তাদের সংখ্যাটি কমিয়ে অর্ধেকে নিয়ে যেতে হবে।
- প্রাপ্তবয়স্ক মহিলা ও কন্যাসন্তানদের মধ্যে রক্তাল্পতার ঘটনা একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষপর্বে পৌঁছে ৫০ শতাংশ কমাতে হবে।

মহিলা ও শিশু ঃ

- সদ্যজাত থেকে ৬ বছর বয়ঃসীমার শিশুদের মধ্যে লিঙ্গ অনুপাত বাড়িয়ে ২০১১-১২ সালের মধ্যে ৯৩৫ এবং ২০১৬-১৭ সালের মধ্যে ৯৫০-এ নিয়ে যেতে হবে।
- যাবতীয় সরকারি প্রকল্প থেকে সরাসরি বা অপ্রত্যক্ষভাবে যত সংখ্যক মানুষ উপকৃত হচ্ছেন, তাদের মধ্যে অন্তত ৩৩ শতাংশ যাতে মহিলা বা বালিকা থাকেন—তা নিশ্চিত করতে হবে।

পরিকাঠামো ঃ

- ২০০৯ সাল নাগাদ দেশের প্রতিটি গ্রাম এবং দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী পরিবারগুলির কাছে বিদ্যুৎ সংযোগ পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারটি নিশ্চিত করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে একদাশ পরিকল্পনার শেষ নাগাদ ২৪ ঘন্টা বিদ্যুৎ সরবরাহের বন্দোবস্ত নিশ্চিত করতে হবে।
- ২০০৯ সাল নাগাদ দেশে হাজার বা তার বেশি সংখ্যক (পাহাড়ি ও আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা অঞ্চলের ক্ষেত্রে ৫০০) মানুষের বাস—এমন জনবসতিগুলিকে সব ঋতুতে চলাচলের উপযোগী সড়ক যোগাযোগ গড়ে তুলতে হবে। এবং ২০১৫ সাল নাগাদ দেশের মোটের উপর সব জনবসতিতেই এ-ধরনের সড়কপথের পরিকাঠামো গড়ে তোলার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।
- ২০০৭ সালের নভেম্বর মাসের মধ্যে দেশের প্রত্যেকটি গ্রামকে টেলি-যোগাযোগ ব্যবস্থার আওতায় আনতে হবে এবং ২০১২ সালের মধ্যে দেশের প্রতিটি গ্রামে 'ব্রডব্যান্ড কানেকটিভিটি' পৌঁছে দিতে হবে।

- ২০১২ সালের মধ্যে দেশের প্রতিটি নাগরিকদের জন্য গৃহনির্মাণের জায়গা দিতে হবে এবং ২০১৬-১৭ সালের মধ্যে গরিব মানুষ যাতে নিজস্ব গৃহে বাস করতে হবে তার বন্দোবস্ত করতে হবে।

পরিবেশ ঃ

- দেশে বৃক্ষ ও অরণ্য আচ্ছাদনের পরিমাণ ৫ শতাংশ পয়েন্ট বাড়াতে হবে।
- ২০১১-১২ সালের মধ্যে দেশের সমস্ত মুখ্য শহরে বাতাসের গুণমান বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বেঁধে দেওয়া মাত্রার সমমানে নিয়ে যেতে হবে।
- নদীর জলকে নির্মল করে তুলতে ২০১১-১২ সালের মধ্যে সমস্ত শহরের বর্জ্য/নিকাশি জল পরিশোধনের বন্দোবস্ত করতে হবে।
- ২০১৬-১৭ সালের মধ্যে শক্তি কার্যকারিতা (energy efficiency) ২০ শতাংশ পয়েন্ট বাড়াতে হবে।
- একাদশ পরিকল্পনায় জাতীয় আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে বার্ষিক ৯.৫ শতাংশ।

❑ দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ('12–'17) আর্থ-সামাজিক লক্ষ্যসমূহ ❑

- মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (GDP) বৃদ্ধির হারের লক্ষ্যমাত্রা ৯.৫ শতাংশ করা হয়েছে।
- কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৪ শতাংশ।
- ২০১৭ সালের মধ্যে দেশের সাক্ষরতার হার ১০০ শতাংশ করার পরিকল্পনা।
- শিল্পক্ষেত্রে ১১ শতাংশ বৃদ্ধির প্রস্তাব রাখা হয়েছে। একাদশ পরিকল্পনায় ছিল ৮ শতাংশ।
- বাণিজ্যিক শক্তিসম্পদের চাহিদা প্রতি বছর ৭ শতাংশ হারে বৃদ্ধি করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে।
- রাজীব গান্ধী আবাস যোজনার মাধ্যমে ২৫০ টি শহরে বস্তি উচ্ছেদের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। সমস্ত বস্তীবাসীদের জন্য নতুন গৃহ নির্মাণ করার পরিকল্পনা আছে।
- অরণ্য অঞ্চল ১০ কোটি হেক্টরে উন্নীত করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে।
- পরিকল্পনার প্রথম দু'বছরে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন ৫০,০০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

*ভারতের রপ্তানি বাণিজ্য সর্বাধিক যে দেশের সাথে—আমেরিকা। ভারতের মাথাপিছু আয় সর্বাধিক—গোয়ার। ভারতের সর্বাধিক বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জিত হয়—চর্ম ও চর্মজাত দ্রব্য থেকে। কোনো দেশের জাতীয় আয় সেদেশের উৎপাদনের উপাদানের আয় সমষ্টি। অন্তর্দেশীয় উৎপাদনের সর্ববৃহৎ সূত্র—পরিষেবা ক্ষেত্র।

❑ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় GDP বৃদ্ধির হার (%) ❑

পরিকল্পনা	লক্ষ্যমাত্রা	আসল	পরিকল্পনা	লক্ষ্যমাত্রা	আসল
• প্রথম	2.1	3.6	• সপ্তম	5.0	6.0
• দ্বিতীয়	4.5	4.3	• অষ্টম	5.6	6.8
• তৃতীয়	5.6	2.8	• নবম	6.5	5.3
• চতুর্থ	5.7	3.3	• দশম	8.0	7.2
• পঞ্চম	4.4	4.8	• একাদশ	9.0	7.9
• ষষ্ঠ	5.2	6.0	• দ্বাদশ	9.5	

❑ ভারতে আয়কর ছাড়ের নতুন হার ❑

(২০১৫-১৬ সালের বাজেট অনুযায়ী)

৬০ বছরের নীচে পুরুষ-মহিলা উভয়ের ক্ষেত্রে

বার্ষিক আয়	আয়করের হার
• ২.৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	শূন্য
• ২.৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	১০ শতাংশ
• ৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	২০ শতাংশ
• ১০ লক্ষ টাকার ওপরে	৩০ শতাংশ
• এক কোটি টাকার বেশি আয়ের ব্যাক্তিদের আয়করের উপর অতিরিক্ত ২ শতাংশ হারে সারচার্জ দিতে হবে।	

৬০ বছরের বেশি কিন্তু ৮০ বছরের কম বয়স্ক নাগরিকদের (পুরুষ ও মহিলাদের) ক্ষেত্রে

বার্ষিক আয়	আয়করের হার
• ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	শূন্য
• ৩ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	১০ শতাংশ
• ৫ লক্ষ টাকা থেকে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	২০ শতাংশ
• ১০ লক্ষ টাকার ওপরে	৩০ শতাংশ

৮০ বছর এবং তার উর্দ্ধে নাগরিকদের (পুরুষ ও মহিলাদের) ক্ষেত্রে

বার্ষিক আয়	আয়করের হার
• ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	শূন্য
• ৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	২০ শতাংশ
• ১০ লক্ষ টাকার ওপরে	৩০ শতাংশ

*১৮৬০ সালের ২৪ জুলাই ভারতে আয়কর আইন চালু হয়।

❑ ভারতের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প ❑

তুলো ও বস্ত্রবয়ন শিল্প ঃ ভারতের বৃহত্তম সংগঠিত শিল্প। ১৮১৮ সালে কলকাতায় প্রথম বস্ত্রবয়ন শিল্প গড়ে ওঠে। কৃষির পর দ্বিতীয় বৃহত্তম কর্মসংস্থানের স্রষ্টা হল বস্ত্রশিল্প। ২০০২ সালের ২ নভেম্বর জাতীয় বস্ত্রবয়ন নীতি ঘোষিত হয়। এর মূল লক্ষ্য ছিল পরিবর্তিত বিশ্ব বাজারের সঙ্গে ঘরোয়া বস্ত্রবয়ন শিল্পকে প্রতিযোগিতার উপযুক্ত করে তোলা।

১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের রিষড়ায় প্রথম সুতোকল স্থাপিত হয়।

লৌহ ও ইস্পাত শিল্প ঃ ভারতে প্রথম লৌহ ও ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হয় ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের কুলটিতে (বরাকর আয়রন ওয়ার্কস্)। পরবর্তীতে এই শিল্পের প্রকৃত উন্নয়ন ঘটিয়ে টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টীল কোম্পানী (TISCO) গড়ে ওঠে জামসেদপুরে ১৯০৭ সালে। বার্নপুরে ইন্ডিয়ান আয়রন অ্যান্ড স্টীল কোম্পানী (IISCO) স্থাপিত হয় ১৯১৯ সালে। ১৯৭৪ সালে গঠিত

হয় স্টীল অথরিটি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (SAIL), দেশের সবচেয়ে বড় ইস্পাত কারখানা। দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ইস্পাত উৎপাদক টাটা স্টীল। ২০০৫ সালে কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় ইস্পাত নীতি ঘোষণা করেন।

চিনি শিল্প ঃ বস্ত্রবয়ন শিল্পের পর দ্বিতীয় বৃহত্তম কৃষিভিত্তিক শিল্প হল চিনি শিল্প। ভারতের বিশ্বের দ্বিতীয় চিনি উৎপাদনকারী এবং সর্বোচ্চ চিনি ব্যবহারকারী দেশ। পৃথিবীর মোট চিনি উৎপাদনের ১৫ শতাংশ ভারত উৎপাদন করে।

সার শিল্প ঃ ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম নাইট্রোজেনঘটিত সার উৎপাদক দেশ। চিন ও আমেরিকার পরই।

সিমেন্ট শিল্প ঃ ভারত প্রথম সিমেন্ট উৎপাদন শুরু করে ১৯০৪ সাল মাদ্রাজে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় থেকে ভারত সিমেন্ট শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করে। বিশ্বে ভারত চতুর্থ বৃহত্তম সিমেন্ট উৎপাদক দেশ। চিন, জাপান ও আমেরিকার পর। ১৯৮৯ সালের ১ মার্চ থেকে এই শিল্পকে সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণমুক্ত করা হয়। ১৯৯১ সালে নতুন শিল্পনীতি অনুসারে সিমেন্ট শিল্পকে সম্পূর্ণরূপে লাইসেন্সমুক্ত করা হয়েছে।

পাট শিল্প ঃ কাঁচাপাট উৎপাদনে ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানীতে ভারত পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আছে। পূর্ব ভারতে পাট শিল্প অর্থনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। চিনি ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যকে পাটের মোড়ক ব্যবহার করে প্যাকেট করাকে আবশ্যিক করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার নির্দেশ দেন ১৯৮৭ সালে আবশ্যিক মোড়ক দ্রব্য ব্যবহার আইনে। ২০০৫ সালে সরকার জাতীয় পাটনীতি ঘোষণা করেন যার উদ্দেশ্য ছিল পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি, পাটের মানোন্নয়ন এবং পাটচাষিদের নির্দিষ্ট দাম স্থির করার লক্ষ্যে।

কাগজ শিল্প ঃ ১৮১২ সালে পশ্চিমবঙ্গের শ্রীরামপুরে প্রথম যান্ত্রিক কাগজের কল স্থাপিত হয়। সারা পৃথিবীর নিরিখে ভারতের কাগজ শিল্প ১৫-তম স্থান অধিকার করে আছে। ১৯৯৭ সালের ১৭ জুলাই কেন্দ্রীয় সরকার কাগজ শিল্পকে সম্পূর্ণ লাইসেন্সের আওতামুক্ত করেছিল।

কয়লা শিল্প ঃ ভারতে ১৮১৪ সালে প্রথম কয়লা তোলা হয় রানীগঞ্জ থেকে। ভারতের কয়লা উৎপাদনের ৯৮ শতাংশ কয়লা উত্তোলিত হয় দামোদর, গোদাবরী, শোন ইত্যাদি নদীর উপত্যকা অংশ থেকে। কয়লা উৎপাদনে ভারত বিশ্বে পঞ্চম। ২০০৭ সালের ১২ জুলাই নতুন কয়লা বণ্টনের নীতি ঘোষিত হয়।

সিল্ক শিল্প ঃ কৃষিভিত্তিক কুটির শিল্প। সিল্ক উৎপাদনে ভারত বিশ্বে দ্বিতীয়, চিনের পরই। সিল্ক শিল্পকে উন্নত করার জন্য ১৯৪৯ সালে কেন্দ্রীয় সিল্ক বোর্ড গঠিত হয়। সিল্কের গুণগত মান নির্দেশক 'সিল্ক মার্ক চিহ্ন' ব্যবহৃত হয়।

সবুজ জ্বালানী ঃ ভারতে ২০০০ সালের ১ ফেব্রুয়ারি থেকে লেডবিহীন পেট্রোল ব্যবহার শুরু হয় পরিবেশে দূষণের মাত্রা কমানোর জন্য। সর্বোচ্চ ০.০৫ শতাংশ লেডবিহীন পেট্রোল সরবরাহ করা হচ্ছে মেট্রোপলিটন শহরগুলোতে।

পেট্রো রসায়ন শিল্প ঃ ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে মুম্বাইয়ের নিকট ট্রম্বে-তে ইউনিয়ন কার্বাইডের প্রথম পেট্রো রাসায়নিক কারখানা স্থাপিত হয়। এই শিল্পকে 'উদীয়মান (Sunrise) শিল্প' বলা হয়।

- ভারতে মোট পেট্রোল চাহিদার ৭৫ শতাংশ বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়।
- তুলোকে বলা হয় 'সাদা সোনা'।

- ভারতে প্রধানত তিন ধরনের অর্থনৈতিক সেক্টর আছে—প্রাইমারি সেক্টর (কাঁচামাল, যেমন—চাষ, মাছ ধরা, খনি), সেকেন্ডারি সেক্টর (উৎপাদন), টার্সিয়ারি সেক্টর (চাকরি, পরিষেবা)। এছাড়া কোয়াটারনারি সেক্টর (তথ্যপ্রযুক্তি), কুইনারি সেক্টর (মনুষ্য)।
- যে সকল কর্মী শারীরিক প্রতিবন্ধতার জন্য বছরে ছয় মাসের বেশি কাজ করতে পারেন না তাদের 'মেইন ওয়ার্কার' বলে। যে সকল কর্মী ছয় মাসের (১৮৩ দিনের কম) কম কাজ করেন তাদের 'মার্জিনাল ওয়ার্কার' বলে। যারা নির্দিষ্ট সংখ্যক দিন একেবারেই কাজ করেন নি তাদের 'নন-ওয়ার্কার' বলে। এরা হল ছাত্র-ছাত্রী, বাড়িতে প্রতিদিন গৃহকাজ করে, বাচ্চা দেখাশোনা করে, বাড়ি-ঘর পরিস্কার করে যারা।

❑ ভারতের নোট এবং মুদ্রা ছাপার প্রতিষ্ঠান ❑

প্রতিষ্ঠান-এর নাম	অবস্থান	রাজ্য	ছাপা হয়
• ইন্ডিয়া সিকিউরিটি প্রেস	নাসিক	মহারাষ্ট্র	ডাক বিভাগের জিনিষপত্র, ডাকটিকিট, নন-পোস্টাল ডাকটিকিট, জুডিসিয়াল ও নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্প, চেক, বন্ড, NSC, KVP, রাজ্য ও PSU-এর বিভিন্ন কাগজপত্র।
• সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস	হায়দ্রাবাদ	অন্ধ্রপ্রদেশ	দক্ষিণ ভারতীয় রাজ্যগুলির জন্য ডাক বিভাগের দ্রব্যসমূহ, ইউনিয়ন এক্সাইজ ডিউটি স্ট্যাম্প।
• কারেন্সি নোটস্ প্রেস	নাসিক	মহারাষ্ট্র	1, 2, 5, 10, 50 ও 100 টাকার নোট।
• ব্যাঙ্ক নোটস প্রেস	দেওস	মধ্যপ্রদেশ	20, 50, 100 ও 500 টাকার নোট।
• মডার্নাইজড কারেন্সি নোটস প্রেস	A. মহীশূর B. শালবনী	কর্ণাটক পশ্চিমবঙ্গ	আধুনিক উন্নত কারেন্সি নোট।
• সিকিউরিটি পেপার	হোসেঙ্গাবাদ	অন্ধ্রপ্রদেশ	ব্যাঙ্ক এবং টাকার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজ।
• ট্যাকশাল বা মিন্ট	A. মুম্বাই B. কলকাতা C. হায়দ্রাবাদ D. নয়ডা	মহারাষ্ট্র পশ্চিমবঙ্গ অন্ধ্রপ্রদেশ উত্তরপ্রদেশ	কয়েন বা মুদ্রা এবং পয়সা।

❑ শেয়ার মার্কেটের সূচক ❑

মুম্বাই/ভারত	DOLEX, SENSEX, S & PCNX, NIFTY, FIFTY
নিউইয়র্ক/আমেরিকা	DOWJONES, NASDAC
ফ্রাঙ্কফুট/জার্মানি	MIDDAX
লন্ডন/ইংল্যান্ড	FTSE
চিন	SANGHAI
হংকং	HANGSANG
সিঙ্গাপুর	SIMEX, STREAITS TIMES

ভারতে বর্তমানে ২৩টি স্টক এক্সচেঞ্জ আছে।

❑ ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা ❑

ভারতে বর্তমানে ২১টি (স্টেট ব্যাঙ্ক বাদে) জাতীয় ব্যাঙ্ক আছে। ১৯৬৯ সালের ১৯ জুলাই প্রথমে ১৪টি ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ হয় পরে ১৯৮০ সালের ১৫ এপ্রিল আরো ৬টি ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ ঘটে। ২০১৫ সালে নতুন (২১-তম) বন্ধন ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়।

প্রথম ক্ষেত্রের ১৪টি ব্যাঙ্ক হল ঃ—

- ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া
- ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া
- ব্যাঙ্ক অব বারোদা
- ব্যাঙ্ক অব মহারাষ্ট্র
- পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক
- ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
- ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক
- সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া
- কানাড়া ব্যাঙ্ক
- সিন্ডিকেট ব্যাঙ্ক
- ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
- এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক
- ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া
- দেনা ব্যাঙ্ক

দ্বিতীয় ক্ষেত্রের ৬টি ব্যাঙ্ক হল ঃ—

- অন্ধ্র ব্যাঙ্ক
- কর্পোরেশন ব্যাঙ্ক
- নিউ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া
- ওরিয়েন্টাল ব্যাঙ্ক অব কমার্স
- পাঞ্জাব এ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক
- বিজয়া ব্যাঙ্ক

স্টেট ব্যাঙ্কের সহযোগী ব্যাঙ্ক ঃ স্টেট ব্যাঙ্কের ৭টি সহযোগী ব্যাঙ্ক আছে সেগুলি হল ঃ—

- স্টেট ব্যাঙ্ক অব বিকানির এ্যান্ড জয়পুর
- স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্দোর
- স্টেট ব্যাঙ্ক অব পাতিয়ালা
- স্টেট ব্যাঙ্ক অব ট্রাভাঙ্কোর
- স্টেট ব্যাঙ্ক অব হায়দ্রাবাদ
- স্টেট ব্যাঙ্ক অব মাইসোর
- স্টেট ব্যাঙ্ক অব সৌরাষ্ট্র

❑ ভারতের বিভিন্ন ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাকাল ❑

আর্থিক সংস্থা	প্রতিষ্ঠাকাল
• ব্যাঙ্ক অব হিন্দুস্থান	1770
• ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল	1809
• ব্যাঙ্ক অব বোম্বাই	1840
• ব্যাঙ্ক অব মাদ্রাজ	1843
• পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক (প্রথম সম্পূর্ণ ভারতীয় ব্যাঙ্ক)	1894
• ইমপেরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া	1921
• রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া (RBI) (কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়।)	1 এপ্রিল 1935
• রিজার্ভ ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ	1 জানুয়ারি 1949
• ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া (IFCI) (কেন্দ্র বা রাজ্যস্তরের বড় ও মাঝারি শিল্পগুলিকে ঋণদান করে থাকে)	1948
• SFC (কেন্দ্র বা রাজ্যস্তরের বড় ও মাঝারি শিল্পগুলিকে ঋণদান করে থাকে)	1951

আর্থিক সংস্থা	প্রতিষ্ঠাকাল
• ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল ক্রেডিট অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া (ICICI)	1955
• স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া (SBI)	1955
• লাইফ ইনসুরেন্স কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া (LICI)	1956
• জেনারেল ইনসুরেন্স কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া (GICI)	1956
• ইউনিট ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া (UTI)	1964
• ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া (IDBI) কেন্দ্র বা রাজ্যস্তরের বড় ও মাঝারি শিল্পগুলিকে ঋণদান করে থাকে।	1964
• RRB	1975
• হাউসিং ডেভেলমেন্ট ফিনান্স কর্পোরেশন (HDFC)	1977
• ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ফর এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট (NABARD) NABARD স্থাপিত হয় ১৯৮২ সালের ১২ জুলাই। এর স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য কৃষি ও গ্রামাঞ্চলের কৃষি বহির্ভুত উৎপাদন ক্ষেত্রগুলির উন্নতিতে টাকার যোগান দেওয়া এবং গ্রামীণ ভারতের উন্নয়ন। কুটির শিল্প, ক্ষুদ্র শিল্প এবং গ্রামীণ শিল্পের উন্নয়ন পর্যালোচনার বিষয়ে সর্বোচ্চ সংস্থা নাবার্ড।	1982
• EXIM BANK (ভারতের আমদানি-রপ্তানির জন্য এই ব্যাঙ্ক কাজ করে)	1982
• ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিকনস্ট্রাকসন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া (IRBI)	1985
• ন্যাশনাল হাউসিং ব্যাঙ্ক (NHB)	1988
• SEBI	1988
• স্মল ইন্ড্রাস্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া (SIDBI)	1990
• এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাঙ্ক	1992
• নর্থ ইস্ট ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক	1995
• বন্ধন ব্যাঙ্ক	23 আগস্ট 2015
• আইডিএফসি ব্যাঙ্ক (ভারতের ৯১-তম বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক)	1 অক্টোবর 2015

❑ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর ❑

ক্রম	গভর্নর	কার্যকাল
• ১-ম	স্যার অসবর্ন স্মিথ	০১.০৪.১৯৩৫—৩০.০৬.১৯৩৭
• ২-য়	স্যার জেমস ব্রেইড টেলর	০১.০৭.১৯৩৭—১৭.০২.১৯৪৩
• ৩-য়	স্যার সি ডি দেশমুখ (প্রথম ভারতীয়)	১১.০৮.১৯৪৩—৩০.০৬.১৯৪৯
• ৪-র্থ	স্যার বেনেগাল রামা রাউ	০১.০৭.১৯৪৯—১৪.০১.১৯৫৭
• ৫-ম	কে জি আম্বেগোয়ানকর	১৪.০১.১৯৫৭—২৮.০২.১৯৫৭
• ৬-ষ্ঠ	এইচ ভি আর আয়েঙ্গার	০১.০৩.১৯৫৭—২৮.০২.১৯৬২
• ৭-ম	পি সি ভট্টাচার্য	০১.০৩.১৯৬২—৩০.০৬.১৯৬৭
• ৮-ম	এল কে ঝা	০১.০৭.১৯৬৭—০৩.০৫.১৯৭০
• ৯-ম	বি এন আদরকর	০৪.০৫.১৯৭০—১৫.০৬.১৯৭০

ক্রম	গভর্নর	কার্যকাল
• ১০-ম	এস জগন্নাথ	১৬.০৬.১৯৭০—১৯.০৫.১৯৭৫
• ১১-তম	এন সি সেনগুপ্ত	১৯.০৫.১৯৭৫—১৯.০৮.১৯৭৫
• ১২-তম	কে আর পুরি	২০.০৮.১৯৭৫—০২.০৫.১৯৭৭
• ১৩-তম	এম নরসিংহম	০২.০৫.১৯৭৭—৩০.১১.১৯৭৭
• ১৪-তম	ড. আই জি প্যাটেল	০১.১২.১৯৭৭—১৫.০৯.১৯৮২
• ১৫-তম	ড. মনমোহন সিং	১৬.০৯.১৯৮২—১৪.০১.১৯৮৫
• ১৬-তম	এ ঘোষ	১৫.০১.১৯৮৫—০৪.০২.১৯৮৫
• ১৭-তম	আর এন মালহোত্রা	০৪.০২.১৯৮৫—২২.১২.১৯৯০
• ১৮-তম	এস. ভেঙ্কটরামন	২২.১২.১৯৯০—২১.১২.১৯৯২
• ১৯-তম	ড. সি রঙ্গরাজন	২২.১২.১৯৯২—২১.১২.১৯৯৭
• ২০-তম	ড. বিমল জালান	২২.১১.১৯৯৭—০৬.০৯.২০০৩
• ২১-তম	ড. ওয়াই ভেনুগোপাল রেড্ডি	০৬.০৯.২০০৩—০৫.০৮.২০০৮
• ২২-তম	ড. ডুব্বুরি সুব্বারাও	০৫.০৯.২০০৮—০৪.০৯.২০১৩
• ২৩-তম	রঘুরাম গোবিন্দ রাজন	০৫.০৯.২০১৩—বর্তমান

❑ বিভিন্ন পে-কমিশন ❑

পে-কমিশন	চেয়ারম্যান	নিযুক্তি সন	রিপোর্ট দাখিলের সন
• প্রথম পে-কমিশন	এস. বরদাচারিয়ার	1946	1947
• দ্বিতীয় পে-কমিশন	জগন্নাথ দাস	1957	1959
• তৃতীয় পে-কমিশন	রঘুবীর দয়াল	1970	1973
• চতুর্থ পে-কমিশন	পি. এন. সিঙ্ঘল	1983	1986
• পঞ্চম পে-কমিশন	এস. আর. পান্ডিয়েন	1994	1997
• ষষ্ঠ পে-কমিশন	বি. এন. শ্রীকৃষ্ণ	2006	2014
• সপ্তম পে-কমিশন	অশোক কুমার মাথুর	2014	2015

*১০ বছর পর পর পে কমিশন গঠিত হয়।

❑ ফিনান্স কমিশন ❑

ক্রম	চেয়ারম্যান	স্থাপিত
• প্রথম ফিনান্স কমিশন	স্যার কে. সি. নিয়োগী	1951
• দ্বিতীয় ফিনান্স কমিশন	স্যার কে. শান্তারাম	1956
• তৃতীয় ফিনান্স কমিশন	স্যার এ. কে. চন্দ	1960
• চতুর্থ ফিনান্স কমিশন	ডঃ পি. ভি. রাজা মান্নার	1964
• পঞ্চম ফিনান্স কমিশন	স্যার মহাবীর ত্যাগি	1968
• ষষ্ঠ ফিনান্স কমিশন	স্যার ব্রহ্মানন্দ রেড্ডি	1972

ক্রম	চেয়ারম্যান	স্থাপিত
• সপ্তম ফিনান্স কমিশন	স্যার জে. এম. শিলাৎ	1977
• অষ্টম ফিনান্স কমিশন	স্যার ওয়াই. বি. চ্যবন	1983
• নবম ফিনান্স কমিশন	স্যার এন. কে. পি. সালভে	1987
• দশম ফিনান্স কমিশন	স্যার কে. সি. পন্থ	1992
• একাদশ ফিনান্স কমিশন	স্যার এ. এম. খুশরু	1998
• দ্বাদশ ফিনান্স কমিশন	ডঃ সি. রঙ্গরাজন	2003
• ত্রয়োদশ ফিনান্স কমিশন	ডঃ বিজয় এল. কেলকার	2007
• চতুর্দশ ফিনান্স কমিশন	ডঃ ওয়াই ভি রেড্ডি	2013

*৫ বছর পর পর ফিনান্স কমিশন গঠিত হয়।

❑ ভারতে অনুমোদিত বিদেশি লগ্নির সীমা ❑

• বিনিয়োগের ক্ষেত্র	সরকারের অনুমতির প্রয়োজন নেই
• ডিটিএইচ	১০০ শতাংশ (আগে ছিল ৪৯ শতাংশ)
• কেবল নেটওয়ার্ক	১০০ শতাংশ (আগে ছিল ৪৯ শতাংশ)
• প্রাইভেট ব্যাঙ্কিং	৭৪ শতাংশ পর্যন্ত বিনিয়োগ করতে পারে বিদেশি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা
• কফি, রাবার, পাম তেল বাগিচা	১০০ শতাংশ
• এফ এম রেডিও	৪৯ শতাংশ (তবে সরকারের অনুমতি সাপেক্ষ)
• নিউজ চ্যানেল	৪৯ শতাংশ (তবে সরকারের অনুমতি সাপেক্ষ)
• বিনোদন চ্যানলে	১০০ শতাংশ
• ডিউটি ফ্রি শপ	১০০ শতাংশ
• পাইকারি বিক্রেতাকে একক ব্র্যান্ডের খুচরো বিপণনের অনুমতি	১০০ শতাংশ
• রিয়েল এস্টেট	ছ'মাসের মধ্যে ৫০ লক্ষ মার্কিন ডলার লগ্নির নিয়ম শিথিল

❑ ভারতে পরিষেবা প্রদানকারী বিদেশী ব্যাঙ্ক ❑

ব্যাঙ্কের নাম	ভারতে মোট শাখা	উৎপত্তি স্থল	ভারত সরকারকে প্রদেয় কর* (কোটি টাকা)	
			2003–04	2004–05
• স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাঙ্ক	81	গ্রেট ব্রিটেন	410·26	336·47
• HSBC	45	হংকং	298·77	367·47
• সিটি ব্যাঙ্ক	39	আমেরিকা	433·75	429·00
• এ. বি. এন. অ্যাম্রো ব্যাঙ্ক	24	নেদারল্যান্ড	130·00	134·00

ব্যাঙ্কের নাম	ভারতে মোট শাখা	উৎপত্তি স্থল	ভারত সরকারকে প্রদেয় কর* (কোটি টাকা)	
			2003–04	2004–05
• বি. এন. পি পরিবাস	08	ফ্রান্স	8·29	14·38
• ডয়েশ্চ ব্যাঙ্ক (Deutsche Bank)	08	জার্মানি	211·03	118·20
• ব্যাঙ্ক অব নোভা স্কটিয়া	05	কানাডা	26·78	17·94
• ক্যালিয়ন ব্যাঙ্ক	05	ফ্রান্স	33·00	12·80
• ডি বি এস ব্যাঙ্ক লিমিটেড	02	সিঙ্গাপুর	4·90	7·56
• মাসরেক ব্যাঙ্ক	02	সংযুক্ত আরব আমীরশাহী	5·98	0·42
• সোনালী ব্যাঙ্ক	02	বাংলাদেশ	0·99	1·00
• সোশিয়েট জেনারেল	02	ফ্রান্স	0·99	0·69
• বার্কলেস্ ব্যাঙ্ক পিক	01	গ্রেট ব্রিটেন	51·03	38·50
• শিনহান ব্যাঙ্ক	01	দক্ষিণ কোরিয়া	—	—
• জে. পি. মর্গান চেস ব্যাঙ্ক	01	আমেরিকা	12·45	39·70

*দেশে পাঠানো লভ্যাংশের উপর প্রদত্ত কর।

❑ ভারতে বিভিন্ন ধরনের কর ব্যবস্থা ❑

- সাধারণত তিন ধরনের কর ব্যবস্থা ভারতে প্রচলিত ঃ
  1. প্রোগ্রেসিভ এ্যান্ড রিগ্রেসিভ ট্যাক্সেস/Progressive & Regressive Taxes.
  2. অ্যাড ভ্যালোরেম এ্যন্ড স্পেসিফিক ট্যাক্সেস/Add Valorem & Specific Taxes.
  3. ডায়রেক্ট এ্যন্ড ইনডায়রেক্ট ট্যাক্সেস/Direct & Indirect Taxes.

কর ব্যবস্থার নাম	কাকে বলে/সংজ্ঞা
• Progressive & Regressive Taxes	Progressive Tax হল ক্রমশঃ বর্ধিষ্ণু কর। এক্ষেত্রে করের হার আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে (কোনো ব্যক্তি সাপেক্ষে) বৃদ্ধি পায়। Regressive Tax হল ক্রমঃ হ্রাসমান কর। এক্ষেত্রে প্রকৃত মূল্যবৃদ্ধির বোঝা যখন গরীব মানুষদের উপর চাপে তখন এই ব্যবস্থাটি গ্রহণ করা হয়। এক্ষেত্রে আয়বৃদ্ধির সাথে সাথে করের হার (কোনো ব্যক্তি সাপেক্ষে) হ্রাস পায়।
• Ad Valorem & Specific Taxes	Ad Velorem হল একটি পরোক্ষ কর ব্যবস্থা যেটি কোন দ্রব্যের উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে যুক্ত হয়। Specific Tax হল এমন একটি কর ব্যবস্থা যেটি কোন দ্রব্যের সংখ্যা, আকার এবং ওজন অনুযায়ী সংগ্রহ করা হয়।
• Direct & Indirect Taxes	কোনো ব্যক্তি/সংস্থার উপর যখন প্রত্যক্ষভাবে কর আরোপিত হয় তখন তা Direct Tax নামে পরিচিত। কোনো ব্যক্তি/বস্তু-র উপর পরোক্ষ কর ব্যবস্থার নাম Indirect ট্যাক্স।

কর ব্যবস্থার নাম	কাকে বলে/সংজ্ঞা

Direct ও Indirect কর ব্যবস্থা কতগুলি ভাগে বিভক্ত এবং তা নিম্নরূপ ঃ—

- কর্পোরেট ট্যাক্স — এটি একটি প্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থা (Direct Tax) যেটি কোনো কোম্পানির লভ্যাংশের উপর প্রযোজ্য হয়।
- কাস্টম ডিউটি — বিদেশ হতে রপ্তানীকৃত দ্রব্যের উপর প্রযোজ্য করই হল Custom Duty. এটি একটি Indirect Tax বা পরোক্ষ কর।
- ডেথ ডিউটি — এটি মৃত ব্যক্তির ভূ-সম্পত্তির উপর প্রযোজ্য প্রত্যক্ষ কর।
- এক্সাইজ ডিউটি — কিছু দেশীয় উৎপাদন (যেমন—পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য, সিগারেট, মদ ইত্যাদি) -এর উপর প্রযোজ্য পরোক্ষ কর।
- ইমপোর্ট ডিউটি — বিদেশ থেকে বিভিন্ন আমদানিকৃত বস্তুর উপর প্রযোজ্য যুক্ত মূল্য কর। এটি একটি পরোক্ষ কর ব্যবস্থা।
- লাম্প-সাম ট্যাক্স — The tax is a fixed amount which has imperative nature irrespective of the income level.
- Single Tax System — এটি একটি বিশেষ ব্যবস্থা যেখানে বর্দ্ধিত সমস্ত করের অর্থ একটি কর হিসাবে ধরা হয়।
- Special Tax (Unit Tax) — কোনো দ্রব্যের একটি এককের উপর প্রযুক্ত কর ব্যবস্থা। এটি একটি পরোক্ষ কর।
- ট্যারিফ — আমদানির উপর প্রযুক্ত কর।
- ভ্যাট/Vat — এটি একটি পরোক্ষ কর ব্যবস্থা যেখানে কোনো দ্রব্যের উৎপাদন ও বিক্রয়ের প্রত্যেকটি ধাপ বা পর্যায়ে কর প্রযোজ্য হয়।
- Wealth Tax বা বিত্ত কর — কোনো ব্যক্তির সমস্ত ভূ-সম্পত্তির উপর প্রয়োজ্য কর। এই কর অবশ্য একটি নির্দিষ্ট সীমার পর হতে লাগু হয়।
- ফ্রিঞ্জ বেনিফিট ট্যাক্স — এই কর ব্যবস্থা নিয়োগকর্তার উপর অর্থাৎ কোনো সংস্থার উপর প্রযোজ্য। এক্ষেত্রে কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা বাদ দিয়ে অন্যান্য যে সুযোগ সুবিধাগুলি দেওয়া হয় তার উপর এই কর প্রযোজ্য হয়।
- বিক্রয় কর/ Sales Tax — কোনো দ্রব্যের রিটেল মূল্যের একটি অংশের উপর প্রযোজ্য পরোক্ষ করই হল বিক্রয় কর বা Sales Tax।
- Bank Cash Transaction Tax — ব্যাঙ্কের Current A/C হতে একটি নির্দিষ্ট limit-এর পর Cash Transaction হলে এই কর ব্যবস্থা প্রযোজ্য হয়।
- টোবিন ট্যাক্স — নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ জেমস টোবিন এই কর ব্যবস্থার জনক। বিদেশী মুদ্রার বাজারে যে সকল কেনা-বেচা বা Transaction ঘটে তার উপর প্রযোজ্য করই হল টোবিন ট্যাক্স।
- Securities Transaction Tax — শেয়ার বাজারের লেনদেনের উপর প্রয়োজ্য কর।
- ডিভিডেন্ড কর — কোনো বানিজ্যিক সংস্থার লাভের উপর প্রযুক্ত কর।
- পরিষেবা কর — কোনো পরিষেবার মূল্যের উপর প্রযোজ্য কর। বর্তমানে এটি ১৪.৫%।

কর ব্যবস্থার নাম	কাকে বলে/সংজ্ঞা
• মিনিমাস অলটারনেট ট্যাক্স বা MAT	যে সমস্ত করপোরেট সংস্থাগুলিকে একটি ন্যূনতম রাশি কর হিসাবে প্রদান করতে হয় সেই করটি MAT নামে পরিচিত। এই রাশিটি সংস্থাগুলির লাভ বহির্ভূত।
• সেস/Cess	একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার জন্য একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে যখন কোনো ক্ষেত্রে কর প্রয়োগ করা হয়। তখন সেটি সেস নামে পরিচিত।
• টোল/Toll	কোনো দ্রব্য বা বস্তু ব্যবহার করলে যে কর দিতে হয় সেটিই টোল ট্যাক্স নামে পরিচিত।
• অকট্রয়/Octroi	কোনো শহর বা মহানগরীতে কোনো পণ্য প্রবেশের উপর ধার্য কর। এই করটি সংশ্লিষ্ট শহরের পৌরসভা/ পৌরনিগম সংগ্রহ করে এবং শহরের উন্নয়নে ব্যয় করা হয়।
• CENVAT/Central Value Added Tax	এটি 2000-2001 সালের বাজেটে চালু করা হয়েছে। এক্ষেত্রে একই রকমের অর্থাৎ 16 শতাংশ হারে CENVAT কোনো দ্রব্যের উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রযোজ্য হয়েছে।
• MODVAT/Modified Value Added Tax	এক্ষেত্রে করটি কোনো দ্রব্যের অন্তিম উৎপাদনের উপর প্রযোজ্য হয়। দ্রব্যটির উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে কর দিতে হয় না।
• Proportionate Tax	করের মাত্রা আয়ের কমা বা বাড়ার সাথে সাথে অপরিবর্তনীয় থাকলে তাকে Proportionate Tax বলা হয়।

* সমস্ত পরিষেবামূলক ক্ষেত্রেই বর্তমানে সার্ভিস ট্যাক্স 12.5 শতাংশ। ১৮৬০ সালে ভারতে প্রথম আয়কর আইন চালু হয়।

❑ প্রত্যক্ষ/পরোক্ষ কর সংক্রান্ত কমিটি ❑

বছর	কমিটি	প্রস্তাব
• 1953	জন মাথাই কমিটি	ভারতের রাজস্ব ব্যবস্থার সুফল সমাজের নীচু স্তরে পৌঁছে দেওয়া।
• 1956	নিকোলাস কালদোর কমিটি	রাজস্ব ব্যবস্থা সংক্রান্ত সংস্কার।
• 1959	মহাবীর ত্যাগী কমিটি	রাজস্ব ব্যবস্থা সংক্রান্ত সংস্কার।
• 1961	আইন কমিশন	আয়কর আইন গঠন।
• 1971	কে. এন. ওয়াংচু কমিটি	সম্পদের একক হল পরিবার; শেয়ার ক্যাপিটালের উপর 1 শতাংশ কর সংগ্রহ, রাজনৈতিক দলগুলির প্রাপ্ত অনুদানের বিষয়ে অনুসন্ধান ইত্যাদি।
• 1978	সি. সি. চোকসে কমিটি	একটি কেন্দ্রীয় কর কোড ব্যবস্থা প্রণয়নের সুপারিশ।
• 1981	এল. কে. ঝা কমিটি	Permanent Account Number বা PAN ব্যবস্থার বিধান, আয়কর দপ্তরের গুরুত্ব ইত্যাদি।

বছর	কমিটি	প্রস্তাব
• 1985	NIPF & P রিপোর্ট	লাইসেন্স প্রথার রদ, রাজনৈতিক অনুদান নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি।
• 1991	আর. চেল্লাইয়া কমিটি	কর ব্যবস্থা।
• 2001	পার্থসারথি সোম কমিটি	দশম পরিকল্পনার জন্য কর ব্যবস্থার সংস্কার।
• 2002	বিজয় কেলকার কমিটি	প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে সংস্কারের সুপারিশ।

ভারতে পাবলিক সেক্টর কোম্পানীগুলি তিনটি ভাগে বিভক্ত—(১) মহারত্ন (২) নবরত্ন ও (৩) মিনিরত্ন।

❑ ভারতের 'মহারত্ন' কোম্পানী (৭টি) ❑

২০০৯ সাল থেকে ভারত সরকার পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিংস কোম্পানীগুলিকে 'মহারত্ন' উপাধি দেওয়া শুরু করে। যে সকল কোম্পানীর মূলধনের পরিমান পাঁচ হাজার কোটি টাকা, যারা নবরত্ন উপাধিতে ভূষিত, বিগত তিন বছরের প্রত্যেক বছরে বাৎসরিক ব্যবসার পরিমান কুড়ি হাজার কোটি টাকা, বাৎসরিক আয় ট্যাক্স বাদ দিয়ে বিগত তিন বছরের প্রতি বছরে ২,৫০০ কোটি টাকা তাদের 'মহারত্ন' উপাধি দেওয়া হয়।

মহারত্ন কোম্পানীর নাম	যে ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত
1. কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড	কয়লা
2. ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন (IOC)	পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোপণ্য
3. ন্যাশনাল থার্মাল পাওয়ার লিমিটেড কর্পোরেশন (NTPC)	তাপবিদ্যুৎ
4. অয়েল অ্যান্ড ন্যাচরাল গ্যাস কর্পোরেশন (ONGC)	পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস
5. স্টিল অথিরিটি অব ইন্ডিয়া লিমিটেড (SAIL)	ইস্পাত
6. ভারত হেভি ইলেকট্রিকস লিমিটেড (BHEL)	ভারী বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি
7. গ্যাস অথরিটি অফ ইণ্ডিয়া (GAIL)	প্রাকৃতিক গ্যাস

❑ ভারতের 'নবরত্ন' কোম্পানী (১৭টি) ❑

কোনো কোম্পানী নবরত্ন স্বীকৃতির ফলে মূলধনী ব্যয় যৌথ উদ্যোগে গঠন এবং মানব সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই পরিচালন পর্ষদ বাড়তি সুবিধা পাবে। 1997 সালে নবরত্ন চালু হয়।

নবরত্ন কোম্পানীর নাম	যে ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত
1. ভারত ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড (BEL)	বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশ
2. ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড (BPCL)	পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোপণ্য
3. হিন্দুস্থান এরোনোটিক্স লিমিটেড (HAL)	হেলিকপ্টার, বিমান যন্ত্রাংশ
4. মহানগর টেলিফোন নিগম লিমিটেড (MTNL)	দূর সঞ্চার, টেলিফোন
5. ন্যাশনাল অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানী লিমিটেড (NALCO)	অ্যালুমিনিয়াম
6. কন্টেনার কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড (CONCOR)	মাল বহনের কন্টেনার

নবরত্ন কোম্পানীর নাম	যে ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত
7. হিন্দুস্থান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড (HPCL)	পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোপণ্য
8. পাওয়ার ফিনান্স কর্পোরেশন লিমিটেড (PFC)	বিদ্যুৎ
9. পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশন ইণ্ডিয়া লিমিটেড (PGCL)	বিদ্যুৎ
10. রুরাল ইলেক্ট্রিফিকেশন কর্পোরেশন লিমিটেড (RECL)	বিদ্যুৎ
11. শিপিং কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া	জাহাজ
12. ন্যাশনাল মিনারেল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (NMDC)	খনিজদ্রব্য
13. ইঞ্জিনিয়ারস ইণ্ডিয়া লিমিটেড (EIL)	ইঞ্জিনিয়ারিং যন্ত্রপাতি
14. নেইভেলি লিগনাইট কর্পোরেশন লিমিটেড	আকরিক
15. ওয়েল ইণ্ডিয়া লিমিটেড (OIL)	তেল
16. রাষ্ট্রীয় ইস্পাত নিগম লিমিটেড	ইস্পাত
17. ন্যাশনাল বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন কর্পোরেশন লিমিটেড (NBCC)	বাড়িঘর

*2014 এর সরকারি তালিকা অনুযায়ী।

❑ কমিটি/কমিশন/প্যানেল ❑

কমিটি/কমিশন/প্যানেল	প্রধান	গঠনের উদ্দেশ্য
• দ্বিতীয় শাসনতান্ত্রিক সংস্কার কমিশন/Second Administration Reform Commission (SARC)	বীরাপ্পা মৈলি	শাসনব্যবস্থার সমস্ত পর্যায়ে স্বচ্ছতা আনয়ন এবং দূর্নীতি সমূলে দূরীকরণ করা।
• জাতীয় জ্ঞান কমিশন/National Knowledge Commission	স্যাম পিত্রোদা	ভারতের জ্ঞান ভান্ডারকে উন্নীতকরণ করা।
• ন্যাশনাল কমিশন ফর এন্টারপ্রাইজ ইন দ্য আনঅরগানাইজড সেক্টর	অর্জুন সেনগুপ্ত	অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিকদের নিরাপত্তা প্রদান।
• জাতীয় অপরাধ সংক্রান্ত কমিটি	—	S.C.দের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধের ক্ষেত্রে উঃ প্রঃ প্রথম স্থানটি দখল করেছে।
• SAFMA (South Asian Free Media Association) Set up Press Commission for India	এন. রাম	সার্কের বিভিন্ন দেশগুলিতে 5টি জাতীয় প্রেস কমিশন গঠন করা।
• ধর্ম এবং ভাষার দিক দিয়ে সংখ্যালঘুদের জন্য জাতীয় কমিশন	—	সংশ্লিষ্ট শ্রেণিটির উন্নতিকরণ করা
• 18-তম ল' কমিশন	বিচারপতি এম. জগন্নাথ রাও	ক্রিমিন্যাল কেসে দোষী ব্যক্তি সাজা পাওয়ার আগেই মিডিয়ার নানান অপপ্রচার রোধ করা।

কমিটি/কমিশন/প্যানেল	প্রধান	গঠনের উদ্দেশ্য
• The National Commission for Denotified, Nomadic & Semi Nomadic Tribe	বালকৃষ্ণ সিধরাম রেন্‌কে	সম্পত্তি তৈরী ও স্বনিযুক্তি।
• জাতীয় কৃষক কমিশন	এম. এস. স্বামীনাথন	কৃষি ও কৃষকের সার্বিক উন্নতি। কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ।
• মুখার্জী কমিশন	এম. কে. মুখার্জী	নেতাজী অন্তর্ধান রহস্য উদ্‌ঘাটনে।
• আর. কে. রাঘবন কমিটি	আর. কে. রাঘবন	শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে র‍্যাগিং নিষিদ্ধকরণ।
• কেন্দ্রীয় শিশু কমিটি	মঞ্জুলা কৃষ্ণণ	নিধারী কান্ডের মত ঘটনা (গণশিশু হত্যা) রোধ করা।
• লাভজনক পদ-এর গঠিত যৌথ সংসদীয় কমিটি	ইকবাল আহমেদ সারোদগী	লাভজনক পদ বিতর্কটির সবদিক খুঁটিয়ে দেখা।
• পুলিশ ক্ষেত্রে সংস্কার	সোলি সোরাবজী	1861 সালের পুলিশ আইন-এর সংস্কার করা
• ভালিয়াথন কমিটি	মিঃ ভালিয়াথন	AIIMS (All India Institute of Medical Science)-এর প্রশাসনিক সংস্কার।
• ডি. কানুনগো কমিটি	ডি. কানুনগো	নরম পানীয়ে কীটনাশক বিতর্ক।
• পাঠক এনকোয়ারি অথরিটি	আর. এস. পাঠক	ইরাকে তেলের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীতে দূর্নীতির দায়ে অভিযুক্তদের দোষ খতিয়ে দেখা।
• পঞ্চায়েতি রাজ টাস্ক ফোর্স	ভি. এস. রমা দেবী	ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় নির্বাচন পদ্ধতি খতিয়ে দেখা।
• Patel Panel to Probe BMIC	বি. সি. প্যাটেল	বিতর্কিত ব্যাঙ্গালোর মহীশূর ইনফ্রা-স্ট্রাকচার প্রকল্পের সবদিক খতিয়ে দেখা।
• Panel on Student's Cultural Activities	অশোক বাজপেয়ী	নবোদয় এবং কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতি তুলে ধরা।
• টি. এন. এ নায়ার কমিটি	টি. কে. এ নায়ার	বিনোদন শিল্পের সাথে তথ্য ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে নতুন নতুন সুযোগের বিষয়টি পর্যালোচনা করা।
• সাচার কমিটি	রাজিন্দর সাচার	দেশে মুসলীমদের অর্থনৈতিক এবং শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয় খতিয়ে দেখা।

কমিটি/কমিশন/প্যানেল	প্রধান	গঠনের উদ্দেশ্য
• দেবারাম কমিটি	দেবারাম	2005 সালে হেলসিঙ্কিতে অনুষ্ঠিত অ্যাথলেটিক্স-এর বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশীপে ভারতের নীলম জে. সিং-এর ডোপিং করার বিষয়টি খতিয়ে দেখা।
• বি. এন. চতুর্বেদী ট্রাইব্যুনাল	বি. এন. চতুর্বেদী	SIMI বা Student Islamic Movement in India কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা।
• আর. এইচ. পাতিল কমিটি	আর. এইচ. পাতিল	Indian Corporate Debt market সংক্রান্ত কমিটি।
• যশপাল কমিটি	—	উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে সংস্কার।
• কিরীট পারেখ কমিটি	—	জ্বালানি তেল ও রান্নার গ্যাসে সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও ভর্তুকি তুলে দেওয়া।
• সুরেশ তেন্ডুলকর কমিটি	—	দরিদ্রের মাপকাঠি সম্পর্কে এক নতুন সংজ্ঞা গ্রহণ করার সুপারিশ।
• শুংলু কমিটি	—	দিল্লিতে(২০১০) অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ গেমসে দুর্নীতি খতিয়ে দেখতে।
• লিংডো কমিটি	—	রাজনৈতিক দলের সংস্রব মুক্ত হয়েই ছাত্র প্রতিনিধিদের ভোটে প্রার্থী হতে হবে।
• শান্তা কুমার কমিটি	২০১৫	রেশন ব্যবস্থার সংস্কার নিয়ে বিজেপি সরকার গঠন করে।

❑ ভারতের শিশু, গর্ভবতী ও জনসাধারণের জন্য বিভিন্ন যোজনা ❑

কারা পান	যোজনার নাম
• গর্ভবতী মহিলা ও দুগ্ধদানকারী মায়েদের জন্য	সুসংহত শিশুবিকাশ প্রকল্প, রিপ্রোডাক্টিভ চাইল্ড হেলথ্-২, ন্যাশনাল রুরাল হেলথ্ মিশন, ইন্দিরা গান্ধী মাতৃত্ব সহযোগ।
• প্রসূতি ও সদ্যোজাত **যোজনার উদ্দেশ্য ঃ**	জননী ও শিশু সুরক্ষা কর্মসূচি (JSSK) টাকার অভাবে সরকারী হাসপাতালে যেন কোন প্রসূতি বা সদ্যোজাতের বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু না হয়। গর্ভবতী হওয়ার পর থেকে প্রসূতির এবং শিশুর জন্মের পর থেকে ২৮ দিন বয়স পর্যন্ত যাবতীয় চিকিৎসা নিখরচায় হওয়ার কথা।

কারা পান	যোজনার নাম
• শূন্য থেকে তিন বছর বয়সী শিশুদের জন্য	সুসংহত শিশুবিকাশ প্রকল্প, রিপ্রোডাক্টিভ চাইল্ড হেল্‌থ, ন্যাশনাল রুরাল হেলথ্ মিশন, রাজীব গান্ধী জাতীয় ক্রেশ স্কিম।
• তিন থেকে ছয় বছর বয়সী শিশুদের জন্য	সুসংহত শিশুবিকাশ প্রকল্প, আর সি এইচ, ন্যাশনাল রুরাল হেল্‌থ মিশন, রাজীব গান্ধী জাতীয় ক্রেশ স্কিম, সার্বিক স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচি (TSC), জাতীয় পানীয় জল প্রকল্প প্রভৃতি।
• ৬-১৪ বছর বয়সী ছেলেমেয়েদের জন্য যারা স্কুলে যায়	দুপুরের রান্না করা খাবার (মিড ডে মিল), সর্বশিক্ষা অভিযান।
• ১১-১৮ বছর বয়সী অর্থাৎ বয়ঃসন্ধিকালীন বালিকাদের জন্য	রাজীব গান্ধী স্কিম ফর দি এমপাওয়ারমেন্ট অফ অ্যাডোলেসেন্ট গার্ল (RGSEAG), কিশোরী শক্তি যোজনা (KSY), সার্বিক স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচি (TSC), জাতীয় গ্রামীণ পানীয় জল প্রকল্প প্রভৃতি।
• প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য	মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্প (MGNREGA), লক্ষ্যভিত্তিক গণবন্টন ব্যবস্থা (TPDS), অন্নপূর্ণা অন্ন যোজনা, রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনা, খাদ্য নিরাপত্তা মিশন, পানীয় জল প্রকল্প, উদ্যান মিশন, জাতীয় আয়োডিন ঘাটতি নিয়ন্ত্রণ মিশন, ভারত নির্মাণ, রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনা (RSBY) ইত্যাদি।

❑ ভারতের নানান উন্নয়নমূলক ও কর্মসংস্থান প্রকল্প : একনজরে ❑

ক্রম	পরিকল্পনা/অনুষ্ঠান/সংস্থা	স্থাপনকাল	উদ্দেশ্য/বিবরণ
1.	কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (CDP)	1952	গ্রামবাসীদের দ্বারা গ্রামীণ এলাকার সার্বিক উন্নয়ন।
2.	ইনটেনসিভ এগ্রিকালচার ডেভেলপমেন্ট (IADP)	1960-61	কৃষকদের ঋণ, বীজ, সার এবং যন্ত্রপাতি প্রদান।
3.	ইনটেনসিভ এগ্রিকালচার এরিয়া প্রোগ্রাম (IAAP)	1964-65	বিশেষ শস্য সংগ্রহ কাল তৈরী করা।

ক্রম	পরিকল্পনা/অনুষ্ঠান/সংস্থা	স্থাপনকাল	উদ্দেশ্য/বিবরণ
4.	হাই ইল্ডিং ভ্যারাইটি প্রোগ্রাম (HYVP)	1966-67	অধিক পরিমাণে খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও পদ্ধতির সঠিক ব্যবহার।
5.	ইন্ডিয়া ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (ITDC)	1966	দেশের বিভিন্ন স্থানে হোটেল এবং গেস্ট হাউস নির্মাণ।
6.	সবুজ বিপ্লব	1966-67	খাদ্যশস্য বিশেষতঃ গমের উৎপাদন বৃদ্ধি।
7.	অ্যাকসিলারেটেড রুরাল ওয়াটার সাপ্লাই প্রোগ্রাম (ARWSP)	1972-73	গ্রামীণ এলাকায় পানীয় জল সরবরাহ।
8.	ড্রাওট প্রোণ এরিয়া প্রোগ্রাম (DPAP)	1973	প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করে মরু অঞ্চলে খরা প্রতিরোধের চেষ্টা তৎসহ ভূমির অভ্যন্তরস্থ সঞ্চিত জলের উন্নয়নের পরিকল্পনা।
9.	স্মল ফার্মার ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (CDP)	1974-75	ক্ষুদ্র চাষীদের প্রযুক্তিগত এবং অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান।
10.	কম্যাণ্ড এরিয়া ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (CDP)	1974-75	বৃহত্তর এবং মাঝারি ধরনের প্রকল্প থেকে গঠিত দ্রুত এবং ব্যবহারযোগ্য ভালো সেচের ব্যবস্থা।
11.	টোয়েন্টি পয়েন্ট প্রোগ্রাম	1975	দারিদ্রতা দূরীকরণ ও জীবনের মনোন্নয়ন।
12.	ন্যাশনাল ইনিস্টিটিউশন অব রুরাল ডেভেলপমেন্ট (NIRD)		গ্রামীণ এলাকার উন্নয়নের জন্য গ্রামবাসীদের প্রশিক্ষণ দান, অনুসন্ধান এবং উপদেশ প্রদানকারী সংস্থা।
13.	ফুড ফর ওয়ার্ক প্রোগ্রাম	1977-78	কাজের বিনিময়ে শ্রমিকদের খাদ্যশস্য প্রদান এবং উন্নয়ন।
14.	অন্ত্যোদয় যোজনা	1977-78	গ্রামের দরিদ্রতম পরিবারটিকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করতে সহায়তা (কেবলমাত্র রাজস্থানের জন্য) এবং বর্তমানে সারা ভারতে দরিদ্রদের ন্যূনতম খরচায় চাল ও গম দেওয়া।
15.	ট্রেনিং রুরাল ইউথ ফর সেল্ফ এমপ্লয়মেন্ট (TRYSEM)	15.8.1979	গ্রামের তরুণদের স্বনির্ভর প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রশিক্ষণ দান।

ক্রম	পরিকল্পনা/অনুষ্ঠান/সংস্থা	স্থাপনকাল	উদ্দেশ্য/বিবরণ
16.	ইন্টিগ্রেটেড রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (IRDP)	1980	স্বনির্ভর প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের সার্বিক উন্নয়ন।
17.	ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট প্রোগ্রাম (NREP)	1980	গ্রামীণ এলাকার অধিবাসীদের জন্য লাভজনক কর্মসংস্থান-এর সুযোগ প্রদান।
18.	রুরাল ল্যান্ডলেস এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি (RLEGP)	1952	ভূমিহীন কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের জন্য কর্মসংস্থান প্রকল্প।
19.	ন্যাশনাল ফান্ড ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট (CDP)	1952	বিভিন্ন গ্রামোন্নয়ন প্রকল্পগুলিতে আর্থিক সহায়তাসহ 100 শতাংশ কর ছাড়ের অনুমোদন।
20.	কম্প্রিহেনিসভ ক্রপ ইনসুরেন্স স্কিম (CCIS)	1985	কৃষিজ ফসলের জন্য বীমার ব্যবস্থা।
21.	কাউন্সিল ফর অ্যাডভান্সমেন্ট অব পিপলস্ অ্যাকসন অ্যান্ড রুরাল টেকনোলজি (CDP)	1986	গ্রামীণ সমৃদ্ধির জন্য সাহায্য প্রদান।
22.	জওহর রোজগার যোজনা	1989	গ্রামীণ বেকারদের কর্মসংস্থান প্রকল্প।
23.	নেহরু রোজগার যোজনা	1989	শহরাঞ্চলের বেকারদের কর্মসংস্থান প্রকল্প।
24.	স্কিম অব আরবান মাইক্রো এন্টারপ্রাইজেস (SUME)	1990	শহরাঞ্চলের দরিদ্র মানুষদের ক্ষুদ্র শিল্প গড়ার জন্য ঋণদান।
25.	স্কিম অব আরবান ওয়েজ এমপ্লয়মেন্ট (SUWE)	1990	যে শহরাঞ্চলে লোকসংখ্যা এক লক্ষের কম সেখানে দরিদ্রমানুষদের জন্য মূলতঃ সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করে কর্মসংস্থান তৈরী।
26.	এমপ্লয়মেন্ট অ্যাসিউরেন্স স্কিম	1993	গ্রামে অন্ততঃপক্ষে 100 দিনের কাজের ব্যবস্থা করা।
27.	মেম্বার অব পার্লামেন্ট লোকাল এরিয়া ডেভেলপমেন্ট স্কিম (MPLADS)	1993	প্রত্যেক সাংসদের জন্য প্রতি বছর 1কোটি টাকা অনুমোদন যেটি সাংসদের লোকসভার কেন্দ্রের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যে ব্যয় হবে এবং জেলা শাসক এই ব্যয়কার্যের তদারক হবেন।

ক্রম	পরিকল্পনা/অনুষ্ঠান/সংস্থা	স্থাপনকাল	উদ্দেশ্য/বিবরণ
28.	ডিস্ট্রিক্ট রুরাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (DRDA)	1993	গ্রামোন্নয়ণের জন্য আর্থিক সহায়তা।
29.	মহিলা সমৃদ্ধি যোজনা (MSY)	1993	ডাকঘর সঞ্চয় প্রকল্পে গ্রামীণ মহিলাদের সঞ্চয়ের জন্য উৎসাহ দান।
30.	ন্যাশনাল সোশাল অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রাম (NSAP)	1952	দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী মানুষদের সহায়তা করা।
31.	গঙ্গা কল্যাণ যোজনা (GKY)	1997-98	কৃষিক্ষেত্রে নির্মাণ এবং মাটির নীচে জলের উৎস ও জল সম্পদ অনুসন্ধান-এর জন্য আর্থিক সহায়তা।
32.	কস্তুরবা গান্ধী এডুকেশন স্কিম (KGES)	1997	যে সমস্ত জেলায় মহিলা স্বাক্ষরতার হার কম সেই স্থানে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন।
33.	স্বর্ণজয়ন্তী শহরি রোজগন্সার যোজনা (SJSCY)	1997	শহুরে বেকারদের জন্য কাজের ব্যবস্থা তৎসহ স্বনিযুক্ত বা রোজগার যোজনার মাধ্যমের দরিদ্র মানুষের কর্মসংস্থান।
34.	ভাগ্যশ্রী বাল কল্যাণ পলিসি	1998	বালিকাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন।
35.	রাজরাজেশ্বরী মহিলা কল্যাণ যোজনা (RRMKY)	1998	মহিলাদের জন্য বীমা সুরক্ষার ব্যবস্থা।
36.	অন্নপূর্ণা যোজনা (AY)	1999	যে সমস্ত বয়স্ক ব্যক্তি পেনশন পান না (Sr. Citizen) তাদের জন্য 10 কেজি খাদ্যশস্যের ব্যবস্থা।
37.	স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা (SJGSY)	1999	স্ব নিযুক্ত প্রকল্পে উৎসাহদান এবং তৎসহ গ্রামীণ দারিদ্রতা ও বেকারত্বের অবসান ঘটানো।
38.	সমগ্র আবাস যোজনা (SAY)	1999	আশ্রয়, স্বাস্থ্যবিধান এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা করা।
39.	জওহর গ্রাম সমৃদ্ধি যোজনা (JGSY)	1999	গ্রামীণ সম্প্রদায়ের চাহিদামতো গ্রামীণ পরিকাঠামো সৃষ্টি।
40.	জনশ্রী বীমা যোজনা	1952	দারিদ্রসীমায় বসবাসকারী ব্যক্তির জন্য বীমা সুরক্ষার ব্যবস্থা।

ক্রম	পরিকল্পনা/অনুষ্ঠান/সংস্থা	স্থাপনকাল	উদ্দেশ্য/বিবরণ
41.	প্রধানমন্ত্রী গ্রামোদয় যোজনা	2000	গ্রামীণ এলাকায় মূল চাহিদাগুলি পূরণ করা।
42.	অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা (AAY)	1952	দরিদ্র ব্যক্তিদের জন্য খাদ্য সংক্রান্ত নিরাপত্তা।
43.	আশ্রয় বীমা যোজনা (ABY)	1952	কাজ হারানো শ্রমিকদের জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা।
44.	প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা (PMGSY)	2000	প্রতিটি গ্রামে পাকা সড়কের ব্যবস্থা করা।
45.	শিক্ষা সহযোগ যোজনা (SSY)	2001-02	দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা।
46.	সম্পূর্ণ গ্রামীণ রোজগার যোজনা (SGRY)	2001	কর্মসংস্থান ও খাদ্য সংক্রান্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা।
47.	জয়প্রকাশ নারায়ণ রোজগার গ্যারান্টি যোজনা (CDP)	2002-03 বাজেট প্রস্তাবিত	অতি দরিদ্র জেলাগুলিতে গ্যারান্টিসহ কাজের ব্যবস্থা।
48.	বাল্মিকী আম্বেদকার আবাস যোজনা (VAMBAY)	2001	শহরাঞ্চলে উন্নত বস্তি বাড়ী নির্মাণ।
49.	ন্যাশনাল স্লাম ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (NSDP)	1996	শহরাঞ্চলের বস্তির উন্নয়ন।
50.	বন্দেমাতরম স্কিম (VMS)	2004	গর্ভবতী মহিলাদের রুটিন চিকিৎসার জন্য সরকারী-বেসরকারী স্তরে উদ্যোগ গ্রহণ।
51.	ন্যাশনাল ফুড ফর ওয়ার্ক প্রোগ্রাম (NFFWP)	2004	পরিবর্ত কর্মসংস্থান গড়ে তুলতে গৃহীত উদ্যোগ।
52.	জননী সুরক্ষা যোজনা (JSY)	2005	ভাবী মাতাদের জন্য বিশে যত্নের ব্যবস্থা।
53.	ভারত নির্মাণ প্রোগ্রাম (BNP)	2005	গ্রামীণ পরিকাঠামোর উন্নয়ন (6টি ক্ষেত্র যথা-সেচ ব্যবস্থা, জলসরবরাহ, গৃহনির্মাণ, সড়ক, টেলিফোন এবং বিদ্যুৎ ব্যবস্থা)।
54.	ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি স্কিম (NREGS)	2006	গ্রামীণ এলাকায় 100 দিনের জন্য ন্যূনতম মজুরীসহ কাজের ব্যবস্থা।
55.	জন উদ্যোগে জনস্বাস্থ্য প্রকল্প	2008	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণের উদ্দেশ্যে।

ক্রম	পরিকল্পনা/অনুষ্ঠান/সংস্থা	স্থাপনকাল	উদ্দেশ্য/বিবরণ
56.	'কন্যাশ্রী' প্রকল্প	2013	পশ্চিমবঙ্গে ১ অক্টোবর ২০১৩থেকে এই প্রকল্প চালু হল। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল (যে পরিবারের বার্ষিক আয় ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা) সংসারের কন্যাসন্তানদের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করতে তাদের উন্নত জীবনযাত্রা উপহার দিতে এই প্রকল্প। এই প্রকল্পে ১৩-১৮ বছরের অবিবাহিতা কন্যাসন্তানদের জন্য বছরে ৫০০ টাকা বৃত্তি ও ১৮ বছরের উপরে অবিবাহিত কন্যাসন্তানদের (যারা পড়াশোনা চালিয়ে যাবে) এককালীন ২৫ হাজার টাকা অনুদান দিচ্ছে রাজ্য। (১৮ সেপ্টে)
57.	অন্নপূর্ণা অন্ন যোজনা	2013	এইডস আক্রান্তদের পরিবারকে ২ টাকা কিলো দরে মাসে ৩৫ কেজি চাল দেওয়া হবে।
58.	প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনা	2014	নয়াদিল্লিতে এই প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দেশের প্রতি পরিবারের অন্তত ২ জন করে ব্যাক্তির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার লক্ষ্যে এই প্রকল্প চালু হল। মূলত দরিদ্রদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ঋণের সুবিধাপ্রদানের জন্য এই প্রকল্প শুরু হল। এই প্রকল্পে ব্যাঙ্কে ন্যূনতম টাকা রাখার প্রয়োজন নেই, ৫,০০০ টাকা পর্যন্ত ওভারড্রাফটের সুবিধা পাওয়া যাবে, রুপে ডেবিট কার্ড, ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত দুর্ঘটনা বিমা এবং ৩০,০০০ টাকা পর্যন্ত জীবন বিমার সুবিধা পাওয়া যাবে। (২৮ আগস্ট)
59.	দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রাম জ্যোতি যোজনা	2014	কৃষকরা দিনরাত্রি অবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ পেয়ে থাকবেন।
60.	শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি আরবান মিশন	2014	গ্রামাঞ্চলের সার্বিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সুনিশ্চিত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

ক্রম	পরিকল্পনা/অনুষ্ঠান/সংস্থা	স্থাপনকাল	উদ্দেশ্য/বিবরণ
61.	সাংসদ আদর্শ গ্রাম যোজনা	2014	লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণের জন্মবার্ষিকীতে নয়াদিল্লিতে 'সাংসদ আদর্শ গ্রাম যোজনা'-র সূচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই প্রকল্পে প্রতি সাংসদকে তিনটি করে গ্রামের উন্নয়নের দায়িত্ব নিতে হবে। এর মাধ্যমে ২০১৯ সালের মধ্যে ২৫০০ গ্রামকে উন্নত করা হবে।
62.	প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনা	2014	দেশের প্রতি পরিবারের অন্তত ২ জন করে ব্যাক্তির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার লক্ষ্যে এই প্রকল্প চালু হল। মূলত দরিদ্রদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ঋণের সুবিধা প্রদানের জন্য এই প্রকল্প শুরু হল। এই প্রকল্পে ব্যাঙ্কে ন্যূনতম টাকা রাখার প্রয়োজন নেই, ৫০০০ টাকা পর্যন্ত ওভারড্রাফটের সুবিধা পাওয়া যাবে, রুপে ডেবিট কার্ড, ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত দুর্ঘটনা বিমা এবং ৩০,০০০ টাকা পর্যন্ত জীবন বিমার সুবিধা পাওয়া যাবে।
63.	স্বচ্ছ দেশ অভিযান	2014	জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিনে দেশব্যাপী শুরু হয় 'স্বচ্ছ দেশ অভিযান'। এই অভিযানে সব বাড়িতে শৌচালয় বানানোর মধ্যেই সীমিত থাকবে না পুরো পরিবেশকে পরিষ্কার রাখার দিকে নজর দেওয়া হবে।
64.	হৃদয় প্রকল্প	2014	দেশের সমৃদ্ধশালী শহরের ঐতিহ্যের সংরক্ষণ ও সংস্কারের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার যে প্রকল্প চালু করেন।
65.	প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনা	2015	প্রত্যেক পরিবারের জন্য ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, সুরক্ষার সঙ্গে সাশ্রয়।
66.	প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বীমা যোজনা (PMSBY)	2015	২ লাখ টাকা পর্যন্ত দুর্ঘটনা বীমার সুযোগ — প্রিমিয়াম মাসে মাত্র ১ টাকা বা বছরে .১২ টাকা। কোনও শর্ত ছাড়াই ১৮ থেকে ৭০ বছর বয়স্ক সকল ব্যাক্তি।

ক্রম	পরিকল্পনা/অনুষ্ঠান/সংস্থা	স্থাপনকাল	উদ্দেশ্য/বিবরণ
67.	প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বীমা যোজনা (PMJJBY)	2015	২ লাখ টাকা পর্যন্ত দুর্ঘটনা বীমার সুযোগ — প্রিমিয়াম প্রতিদিন মাত্র ৯০ পয়সা বা বছরে ৩৩০ টাকা মাত্র। কোনও শর্ত ছাড়াই ১৮ থেকে ৫০ বছর বয়স্ক সকল ব্যাক্তি।
68.	অটল পেনশন যোজনা ঃ দুশ্চিন্তামুক্ত পেনশন	2015	৬০ বছর বয়সের পর প্রতি মাসে ১০০০ টাকা থেকে ৫০০০ টাকা পর্যন্ত ন্যূনতম সুনিশ্চিত পেনশন। ন্যূনতম ২০ বছরের প্রিমিয়াম কন্ট্রিবিউশন — ৫ বছর পর প্রিমিয়ামের ৫০ শতাংশ সরকার দেবেন (প্রতি মাসে ১০০০ টাকা পর্যন্ত সর্বাধিক)
69.	মুদ্রা ব্যাঙ্ক	2015	বাজেটে ২০,০০০ কোটি টাকার সংস্থান — ১০,০০০ টাকা থেকে ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণের ব্যবস্থা। মূল সুবিধাভোগী হবেন তপশিলী জাতি, উপজাতি, অনগ্রসর শ্রেণি এবং সংখ্যালঘু শ্রেণি।
70.	স্বামী বিবেকানন্দ স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্প	2015	এটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি দপ্তরের অধীন একটি প্রকল্প। ১৮ থেকে ৪৫ বছর বয়স্ক ব্যাক্তি যাদের পারিবারিক আয় মাসে ১৫ হাজার টাকার নীচে তারা স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্পের সাহায্য নিতে পারেন। প্রকল্প মূল্য সর্বাধিক ১০ লক্ষ টাকা। সরকারি অনুদান প্রকল্প মূল্যের ৩০ শতাংশ বা সর্বাধিক ১.৫০ লক্ষ টাকা, নিজেকে দিতে হবে ৫ শতাংশ এবং বাকিটা ব্যাঙ্ক ঋণ। রাজ্যের এলাকার ব্লক, পৌরসভা, পৌরনিগম অফিসে যোগাযোগ করতে হবে।